AGATHA CHRISTIE

সাক্ষী

অনুবাদ : অসিত মৈত্র

প্রথম মুদ্রণ
শ্রাবণ ১৩৬১, অগস্ট ১৯৫৪

সাক্ষী

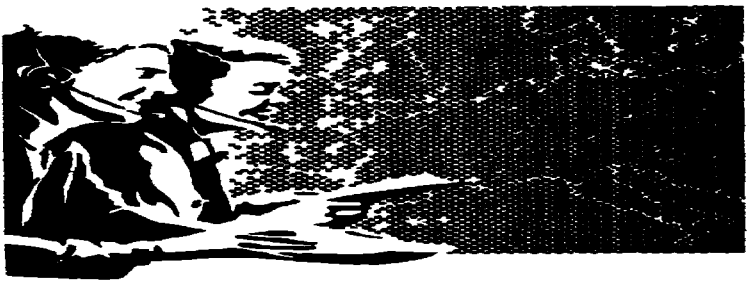

মিঃ মেহর্ন চশমাটাকে নাকের ওপর ঠিক করে বসালেন। তারপর অভ্যাস মতো একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে গভীর চোখে সামনে উপবিষ্ট ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর সামনে বোকার মতো মুখ করে চুপচাপ বসে থাকা এই লোকটিই ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত।

মিঃ মেহর্নের বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো ধবধবে সাদা। গোলগাল ফোলা মুখে একটা গোবেচারী ভাব। বেশবাসও মোটের ওপর সাদাসিদে। বাইরে থেকে তাঁকে দেখলে কোনরকমে ধারণাই করা যায় না যে তিনি একজন ডাকসাইটে জাঁদরেল সলিসিটার।

মেহর্নই সর্বপ্রথম ঘরের নীরবতা ভঙ্গ কবলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে অস্বস্তির আভাস কান এড়াবার নয়। 'মিঃ ভোল, একথা বলাই বাহুল্য যে আপনি গভীর বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। তাই এ ব্যাপারে সবকিছু পরিষ্কার ভাবে আলোচনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমি আশা করবো, কোনকিছু গোপন না করে আমায় সমস্ত ঘটনাটাই খুলে বলবেন।'

মিঃ লিওনার্ড ভোল এতক্ষণ বোবা চোখে সামনের দেওয়ালেব দিকে তাকিয়েছিলেন। মেহর্নের কথায় এবার একটু নড়েচড়ে বসলেন। তার গলার স্বরও ঘন বিষাদে আচ্ছন্ন।

'আমি জানি..আমি জানি মিঃ মেহর্ন, আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারবেন না। আপনি কেন, পৃথিবীর কোন লোকই আজ আমার কথায় বিশ্বাস কববে না। কী ভীষণ মিথ্যার জালেই যে আমি পড়েছি! কী জঘন্য অপরাধের অভিযোগ আমার মাথায ঝুলছে!' কথা বলতে বলতে অপরিসীম হতাশায ডুবে গেলো তাব কণ্ঠস্বর।

অবশ্য আবেগে দুলে ওঠবার পাত্র মিঃ মেহর্ন নন। সবকিছু খোলা চোখে বিচার বিবেচনা করে দেখাই তাঁর এতদিনের অভ্যাস। মিঃ ভোলেব কথা শুনতে শুনতে তিনি তাঁর চশমাটাকে চোখ থেকে টেনে নামালেন। তারপর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে কাচ দুটোকে ঘষে-মেজে পালিশ করে আবার তাকে নাকের ওপর বসালেন।

'ঠিক ঠিক; আপনি যা বলেছেন তাতে কোনও ভুল নেই কিন্তু আমবাও একদম হাল ছেড়ে বসে থাকবো না। আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা চালাতে হবে। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস পবিশেষে আমরাই সফল হবো। তার আগে পরিষ্কার ভাবে আমাকে সবকিছু জানতে হবে। সেটা বিশেষ প্রয়োজন। আগে আমাকে খতিয়ে দেখতে হবে কেসটা আপনার বিপক্ষে কতদুব যেতে পারে। তারপর এর থেকে বেরিয়ে আসবাব উপায় ভাবতে হবে।'

মিঃ ভোল কিন্তু তখনো বোকার মতো মুখ করে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন। তার বয়স বেশি নয়। পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। দেখতে শুনতেও সুদর্শন। তবে হতাশার কালো মেঘ জমাট হয়ে থমকে আছে সে মুখে। মিঃ মেহর্ন মোটের ওপর সমস্ত বৃত্তান্তই জানতেন। তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগগুলোই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তবু এবার যেন ক্ষণেকের জন্যে তাঁর মনে হলো—না, পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও কোনও ভুল থাকতেও পারে! মিঃ ভোল হয়তো সত্যি কথাই বলেছেন।

'আপনি নিশ্চয়ই আমাকে অপরাধী বলে ভাবছেন!' অস্পষ্ট কাঁপা কাঁপা গলায় মিঃ ভোল বললেন, 'আমি জানি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কত সুদৃঢ়...কিন্তু ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, আমি নিরপরাধ। আমি...আমি একটা জালে জড়িয়ে পড়েছি।' হতাশভাবে মাথা নাড়লেন মিঃ ভোল। 'কি করে যে আপনাকে বোঝাব!...'

এমন অবস্থায় পড়লে সকলেই নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে। মেহর্নও যে এটা জানেন না তা নয়। তবু, তা সত্ত্বেও তাঁর মনে হলো সত্যিই হয়তো মিঃ ভোল নিরপরাধ।

'আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন,' গভীর দুঃখের সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন মিঃ মেহর্ন। 'তবুও সমস্ত ঘটনাটাই

এমন বিশ্রীভাবে আপনার বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে এর থেকে অন্য কিছু প্রমাণ করাই শক্ত। যা হোক—এবার কাজের কথায় আসা যাক। সর্বপ্রথম আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই মিসেস এমিলি ফ্রেঞ্চের সংস্পর্শে আপনি কি করে এলেন?'

শান্ত শীতল কণ্ঠে মিঃ ভোল তার কাহিনী শুরু করলেন।

'মাস ছয়েক আগের কথা। যতদূর মনে পড়ছে দিনটা ছিলো শনিবার। বেলা দুপুর। কিছু আগে কয়েক পশলা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিড স্ট্রীটের ওপর দিয়ে আমি হেঁটে বাসায় ফিরছি। হঠাৎ দেখি এক ভদ্রমহিলা, প্রায় আধ বুড়িই বলা চলে, তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেলেন। ভাগ্যি ভালো, বিশেষ কোনও বিপদ-আপদ হয়নি। আঘাতও তেমন কিছু পেয়েছেন বলে মনে হলো না। কাবণ, সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেই ঝেড়েঝুড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তবে তাঁর হাতে দু'চারটে টুকিটাকি জিনিস ছিলো। সম্ভবত দোকান সেরে ফিরছিলেন। সেগুলো ছিটকে এদিক-ওদিক গড়িয়ে গেলো। স্বভাবতই তিনি একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। আমি সেগুলো কুড়িয়ে জড়ো করে আবার তাঁর হাতে ফেরত দিলাম।'

'ওঃ তাহলে আপনি তাঁকে কোনও বড় একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন যা তেমন কোন ঘটনা নয়?'

'না..না, তেমন বড় রকমের ব্যাপার কিছু সেখানে ঘটেনি। তাছাড়া আমি যা করেছি তা কেবল স্বাভাবিক ভদ্রতা রক্ষা মাত্র। তবে আমি দেখলাম এর জন্যেই আমার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। তিনি আমাকে অযথা ধন্যবাদ দিলেন। এমন কি আজকালকার ছেলে ছোকরাদের থেকে আমার ব্যবহারের পার্থক্যের কথাও তিনি সবিস্তারে উল্লেখ করলেন। যা হোক, মনে হয়েছিলো সেইখানেই ঘটনাটার সমাধি ঘটবে। কিন্তু জীবন কত বৈচিত্রময়! সেদিনই সন্ধ্যেবেলা এক বন্ধুর পার্টিতে আমার নিমন্ত্রণ ছিলো। সেখানে গিয়ে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আবার দেখা! তিনিও আমায় দেখা মাত্রই চিনলেন। আমাদের পরিচয় হলো। জানতে পারলাম তার নাম মিসেস এলিমি ফ্রেঞ্চ। ক্রীক রোডে বাড়ি। বয়স আন্দাজ গোটা ষাটেক হবে। এই সময় আরও একটা জিনিস আমার নজরে পড়লো। দেখলাম তিনি আমার পরিচয় জানতে বেশ আগ্রহী। অনেকক্ষণ বকবক করে কাটালেন। শেষে তাঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করে বলেন।'

'বুঝতে পারছেন, এই সব বয়স্কা মহিলাদের মাঝে মধ্যে এক ধরনের মানসিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কখনো কখনো কাউকে তাদের খুব মনে ধরে। আমাকেও বুঝি ভদ্রমহিলার সেইরকম মনে ধরেছে। ভাবলাম, এ এক নতুন জ্বালা হলো দেখছি। কারণ আমি নিজেই তখন বহু সমস্যায় জর্জরিত। তাই—'আচ্ছা...আচ্ছা সে না হয় হবে একদিন'—বলে কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিলাম। কিন্তু তিনি একেবারে নাছোড়বান্দা! আমাকে একটা নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক করতে বললেন। অগত্যা আগামী শনিবার তাঁর বাড়িতে যাব কথা দিয়ে তবে মুক্তি পেলাম।

'ভদ্রমহিলা বিদায় নিলে বন্ধু তাঁর ইতিবৃত্ত আমায় শোনালো। তিনি যথেষ্ট ধনী তবে কিঞ্চিৎ ছিটগ্রস্ত বিধবা। ছেলেপুলে বা আপনজন কেউ নেই। একলা থাকেন। দ্বিতীয় মানুষ বলতে শুধু রাতদিনের এক বুড়ি ঝি। আর কম করেও গোটা দশেক পোষা বেড়াল।'

কথার মাঝখানে মিঃ মেহর্ন একটু নড়েচড়ে বললেন। 'তাহলে ভদ্রমহিলা যে যথেষ্ট ধনী একথা আপনি তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনই জানতে পেরেছিলেন?'

'ব্যাপারটা অবশ্যই সেই রকম দাঁড়াচ্ছে। তবে আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন বন্ধুকে করিনি। ঘটনাচক্রে সেটা জানতে পেরেছিলাম—এইমাত্র।'

'তা ঠিক! কিন্তু আমাকেও তো সমস্ত বিষয়টা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। বিরুদ্ধ পক্ষ কিভাবে মামলাটা আদালতে দাঁড় করাবার চেষ্টা করতে পারে, আমাদেরই বা দুর্বল জায়গা কোনগুলো—সে সম্বন্ধে সবরকম ভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আপনার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে তাঁকে একজন ধনী মহিলা বলে অনুমান করা শক্ত। তাঁর পোশাক-আসাক বা আচার-আচরণ সবই বলছেন সাদাসিধে।—আচ্ছা, আপনি কোন্ বন্ধুর কাছে ভদ্রমহিলার আর্থিক অবস্থার কথা প্রথম জানতে পারেন?'

'আমার বন্ধু জের্জ হার্ভের কাছে। সেদিনের পার্টিটা ও-ই দিয়েছিলো।'

'আপনার কি মনে হয় তিনি আদালতে একথা স্মরণ করতে পারবেন?'

'তা আমি এখন হলফ করে বলতে পারি না।.....তবে ঘটনাটা বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে. তাই ভুলে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।'

নিজের মনে ভাবতে ভাবতে মাথা নাড়লেন মেহর্ন। 'দেখুন, মিঃ ভোল, আমাদের প্রতিপক্ষ প্রথমেই আপনার আর্থিক অবস্থার ওপর দৃষ্টি দেবে। তারা আদালতে প্রমাণ করতে চাইবে, আপনার আর্থিক অবস্থা তখন মোটেই ভালো চলছিলো না। এই রকম অবস্থায় একজন ধনী ভদ্রমহিলার সাক্ষাৎ পেয়ে আপনি তাঁব সঙ্গে আরো বেশি করে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ খুঁজছিলেন। এটা তো ঠিক, সে সময়ে আপনার আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।'

মিঃ ভোল বিমর্ষ চিত্তে এ কথার সায় জানালেন।

'তাহলে দেখুন, আমরা যদি আদালতে বিষয়টাকে এমনভাবে দাঁড় করাতে পারি যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিলো না—আপনি যা করেছেন তার নিছক ভদ্রতা রক্ষার জন্যেই করেছেন, তবে প্রতিপক্ষের প্রথম অস্ত্রটাকে আমরা খানিকটা প্রতিহত করতে পারবো! মিঃ জর্জের স্মৃতি শক্তির ওপরই এটা অনেকটা নির্ভর করছে!'

'আমি কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষ আস্থা রাখতে পারি ন। কারণ জর্জের সঙ্গে কথা বলার সময় পবিচিত আরো দু'চারজন আশেপাশে ছিলো। একজন তো ঠাট্টাই করে বসলো; বেশ একটা শাঁসালো মক্কেল পাকড়ালে বটে!—তাই বলছি, জর্জ যদিবা ঘটনাটা ভুলে যায় তাহলেও আসল সমস্যাটা একই থেকে যাচ্ছে। কেন-না, অন্য কেউ সেটাকে মনে করে রেখে দিতে পারে!'

বৃদ্ধ সলিসিটারের মুখে একটা আশাভঙ্গের ছাপ পড়লো। খুবই দুঃখের ব্যাপার!' তবু মিঃ ভোল, আপনার সাধারণ বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করছি। কোন পথে চললে আমরা মুক্তির আলো দেখতে পাবো সে ব্যাপারে আপনি আমাকে সব থেকে বেশি সাহায্য করতে পারবেন বলে বোধ হচ্ছে।—তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ভাবেই মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত এবং এর অল্প কয়েক দিনেব মধ্যেই আপনি তাঁর যথেষ্ট অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘটনাটাব আরো খোলাখুলি আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। সবকিছুর পেছনে একটা সুনির্দিষ্ট কারণ আমি খুঁজে পেতে চাই। তাই বলছি, আপনার মতো এমন একজন সুদর্শন যুবক, বন্ধুমহলেও যার এত প্রতিপত্তি, সব সময় হাসি-ঠাট্টা, খেলা-ধূলা নিয়ে যার মেতে থাকবার কথা, সে কোন্ দুঃখে মিসেস ফ্রেঞ্চের মতো একজন বয়স্কা ভদ্রমিহলার পেছনে এতটা সময় নষ্ট করতে যাবে? স্বভাবতই বিষয়টা কিঞ্চিৎ দৃষ্টিকটু।'

'আপনি যা বলেছেন তা সবই যুক্তিপূর্ণ। সবকিছু ঠিকমতো বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা আমার নেই। প্রথম যেদিন ভদ্রমহিলার বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে গেলাম সেদিন থেকেই তিনি আমার ওপর এমন স্নেহমাখা সহৃদয় ব্যবহার করতে লাগলেন—তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের কথা বলে মাঝেমধ্যে তাঁকে সঙ্গ দেবার জন্যে এমন করুণ মিনতি জানাতে লাগলেন যে তাঁব সেকথা আমি একেবারে উপেক্ষা করতে পারলাম না। তাছাড়া আমার হৃদয় স্বভাবতই একটু দুর্বল প্রকৃতির। চট করে লোকের মুখের ওপর না বলতে পারি না। এদিকে ভদ্রমহিলার কাছে দু-চারদিন যাবার পর আমার নিজেরই কেন জানি না তাঁকে বেশ ভালো লেগে গেলো। খুব ছোটবেলায় আমাব মা মারা গেছেন। মাসির কাছে মানুষ। সবে পনেরোয় পা দিয়েছি এমন সময় তিনিও মারা গেলেন। আপনি হয়তো শুনে হাসবেন, মিসেস ফ্রেঞ্চের কাছ থেকে আমি যেন খানিকটা মায়ের আদর পেতাম। তাই মাঝেমধ্যে ছুটে যেতাম সেখানে।'

মিঃ মেহর্ন অবশ্য হাসলেন না। অন্যমনস্ক ভাবে তিনি তাঁর চশমার কাচ জোড়াকে আবার ঘষে পালিশ করতে লাগলেন। কোন কিছু গভীর ভাবে চিন্তা করবার সময় তাঁর এই মুদ্রাদোষটা দেখা দেয়।

'আমি আপনাকে অবিশ্বাস করছি না, মিঃ ভোল। মনের দিক থেকে এরকম একটা ব্যাপার ঘটতেই পারে। তবে জুরিরা সেটা কিভাবে গ্রহণ করবেন তা আলাদা প্রশ্ন। সে যাই হোক, এখন আপনি আপনার কাহিনী শেষ করুন। এই সময়েই কি মিসেস ফ্রেঞ্চ আপনাকে তাঁর বিষয় সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার দিলেন?'

একরকম তাই বলতে পারেন। টাকা-কড়ির হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই বুঝতেন না। তবে কোন ব্যবসা বা লাভজনক শেয়ারে টাকা খাটাতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। সেই বিষয়েও তিনি আমার পরামর্শ চাইতেন।'

'আপনি কিন্তু সবদিক ভেবেচিন্তে আমার কথার জবাব দেবেন।' মিঃ মেহর্ন তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাঁর মক্কেলকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। 'জ্যানেট নামে যে বুড়িটা ভদ্রমহিলার বাড়িতে রাতদিনের কাজ করতো, সে বলেছে এসব ব্যাপার তার কর্ত্রী বেশ ভালোই বুঝতেন। নিজের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি যথেষ্ট হুঁশিয়াব ছিলেন তিনি। মিসেস ফ্রেঞ্চের ব্যাঙ্কারও এ কথার সমর্থন করে।'

মিঃ মেহর্ন কোনও কথা না বলে মিঃ ভোলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কেন জানি না এই শঙ্কাতুর যুবকটিকে তাঁর বেশি কবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করলো। বৃদ্ধা মহিলাদের মানসিক প্রবণতার কথা তিনি ভালো করেই জানেন। মিসেস ফ্রেঞ্চের হয়তো কোনো বিশেষ কারণে যুবকটিকে ভালো লেগে গিয়েছিলো। তাই তাকে মাঝেমধ্যে কাছে পাবার জন্যেই টাকাকড়ি সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতার ভান করে মিঃ ভোলের সাহায্যে পেতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন বেশ দৃঢ় প্রকৃতির মহিলা। তাই যা পেতে চাইতেন তাব জন্যে যথোপযুক্ত মূল্য দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না।—এইসব ভাবনা-চিন্তা খুব দ্রুতই মেহর্নের মাথার মধ্যে খেলে গেলো। অবশ্য মুখ ফুটে তিনি কিছু ব্যক্ত করলেন না।

'তাহলে ভদ্রমহিলার কথামতোই আপনি তাঁর বিষয়-আশয় দেখাশোনার কাজে হাত দিলেন?'

মিঃ ভোলের গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরলো না। তিনি শুধু অসহায় ভেঙে-পড়া ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন বাব কয়েক।

'এবাব কিন্তু একটা কঠিন প্রশ্ন করবো। আশা করি, আপনি তার সত্য উত্তরই আমায় জানাবেন! যখন আপনি মিসেস ফ্রেঞ্চের আর্থিক ব্যাপার দেখাশোনার ভার নিলেন তখন কিন্তু আপনার নিজের যথেষ্ট আর্থিক সঙ্কট চলছিলো। এবং আপনি অন্তত নিজে বিশ্বাস করতেন, হিসেব-নিকেশের ব্যাপারে মিসেস ফ্রেঞ্চ নেহাৎ অজ্ঞ।—এমন অবস্থায় আপনি কি কোন বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেছিলেন?—আমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে ভালো করে সবদিক ভেবে চিন্তে নিন। কেন-না, আমাদের সামনে এখন দুটো পথই খোলা আছে। যদি আদালতে প্রমাণ করতে পারি যে আপনি সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গেই মিসেস ফ্রেঞ্চের বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা কবতেন তখন আমরা প্রশ্ন তুলবো—যেখানে অতি সহজেই আপনি অল্প অল্প করে তাঁর বিষয়-আশয় থেকে কিছু কিছু হাতাতে পারতেন, সেখানে অযথা খুনের মতো বড় ঝুঁকি নিতে যাবেন কেন? অপর পক্ষে যদি দেখা যায় যে আপনি এই ব্যাপারে যথেষ্ট সততার পরিচয় রাখেন নি—তখন বলবো, যেখানে ভদ্রমহিলা আপনাব কাছে বরাবরের মতো একটা লাভজনক উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে আপনার পক্ষে তাঁকে খুন করতে যাওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়!—তই বলছি এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে সবটা তলিয়ে দেখবেন।'

ভোল কিন্তু জবাব দিতে বিন্দুমাত্র দেরি করলেন না।

'তাঁর সঙ্গে আমার ব্যবহারের মধ্যে কোথাও কোনও চাতুরী ছিলো না। আমি যথাসাধ্য তাঁর স্বার্থ বক্ষা কবেই কাজ করবার চেষ্টা কবেছি। মিসেস ফ্রেঞ্চের হিসেবের খাতাপত্র পরীক্ষা করলেই আমার এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে।'

মিঃ মেহর্ন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। তাঁর বুকের মধ্যে জমে থাকা পাষাণভারই যেন মুক্তি পেলো এতোক্ষণে। 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিঃ ভোল। আমি আসল সত্যটা জানবার জন্যেই আপনার সঙ্গে একটু চালাকি করেছিলাম।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়!' মিঃ ভোল রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন! 'আমি সমস্ত সত্যি কথাই বলছি। আর মোটিভের অভাবই এই কেসে আমার সব থেকে বড় সাহস। যদি ধরে নেওয়া হয় যে অর্থের প্রলোভনেই আমি এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে বেশি করে পরিচিত হয়েছিলাম—তাহলে-তাঁর মৃত্যুই তো আমার পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে! আমার সমস্ত আশা-ভরসা একেবারে নির্মূল করে দেবে।'

সলিসিটার মেহর্ন আবার তাঁর মক্কেলকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে ভালো করে কাপড় দিয়ে ঘষলেন। তারপর পুনরায় সেটা যথাস্থানে স্থাপন করে ভারি গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি জানেন না যে মিসেস ফ্রেঞ্চের সর্বশেষ যে উইল পাওয়া গেছে তাতে তিনি তাঁর অবর্তমানে যথাসর্বস্ব আপনাকেই দিয়ে গেছেন?'

'কী বললেন।' চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন মিঃ ভোল। তাঁর মুখে চোখে ঘোর বিস্ময়ের চিহ্ন! 'হায় ভগবান! আপনি কী বলছেন? তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ আমার নামে.... .!'

মেহর্ন ঈষৎ মাথা নাড়লেন। মিঃ ভোল আবার তার চেয়ারের মধ্যে ডুবে গেলেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে নিজের হৃদয়ের গভীর বেদনাকে যেন সংযত রাখবার চেষ্টা করলেন প্রাণপণে।

'তাহলে এ ব্যাপারে কিছুই আপনি জানেন না বলে ভান করছেন?'

'ভান.....! আমি সত্যিই বলছি মিঃ মেহর্ন, এ সম্বন্ধে কোন কিছুই আমি জানি না।.....কিছুমাত্র না!'

'কিন্তু মিসেস ফ্রেঞ্চের বুড়ি ঝি জ্যানেট ম্যাকেঞ্জি শপথ করে বলেছে যে আপনি সবই জানতেন। তার কর্ত্রী তাকে বলেছিলেন যে আপনার সঙ্গে ভালো পরামর্শ করেই তিনি এ উইল তৈরি করেছেন।'

'মিথ্যে কথা! বুড়ি মিথ্যে কথা বলেছে। জ্যানেট ছিলো অনেকটা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো। সব সময় সে মিসেস ফ্রেঞ্চকে চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করতো। আমাকে খানিকটা অবিশ্বাস আব ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো। মনে হয় মিসেস ফ্রেঞ্চই তাঁর উদ্দেশ্যের কথা এই জ্যানেটেব কাছে ব্যক্ত করে থাকবেন। তাইতেই সে হয়তো ধারণা করে বসে আছে যে তার কর্ত্রী আমার পরামর্শ করেই এসব করেছেন। এখনো হয়তো সে তাই বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ কিছুই আমি জানি না।'

'আপনার কি বিশ্বাস হয় যে জ্যানেট আপনাকে ঘৃণা করতো বলেই ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটা মিথ্যে কথা বানিয়ে বলেছে!'

মিঃ ভোল শূন্য চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। 'কিন্তু তাই বা কেন সে বলতে যাবে!'

'এ প্রশ্ন অবশ্য আমারও মনে এসেছে!' চিন্তান্বিত স্বরে মেহর্ন বললেন, 'তবে এটাতো ঠিক যে সে আপনাকে যথেষ্ট ঘৃণার চোখে দেখতো?'

'আমি এখন যেন অনেকটা বুঝতে পারছি!' মিঃ ভোলের কণ্ঠে বেদনা ও হতাশার ছাপ ফুটে উঠলো। 'কী ভয়ঙ্কর মিথ্যা!'.....কী জঘন্য অপবাদ!.....তাহলে আসল মানেটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই যে আমি মিসেস ফ্রেঞ্চকে পটিয়ে-পটিয়ে তাঁকে দিয়ে উইলটা তৈরি করাই। তারপর ফাঁক বুঝে তাঁর বাড়িতে গিয়ে গোপনে তাঁকে খুন করে আসি!'

'আপনি একটা বিষয় খুব ভুল করেছেন। সে সময় বাড়িতে যে আর কেউ ছিলো না তা নয়। জ্যানেটের অবশ্য সেই সন্ধ্যায় সেখানে থাকবার কথা ছিলো না। তার ভাইপো ভাইঝিরা ক্রীক রোড থেকে মাইল দুয়েক দূরে শহরতলি অঞ্চলে থাকতো। সেদিন তাদেব পারিবারিক উৎসব ছিলো কি একটা। তাই জ্যানেট সে রাতটা তাদের ওখানে কাটাবে বলে মিসেস ফ্রেঞ্চের কাছ থেকে আগেই ছুটি চেয়ে বেখেছিলো। কিন্তু বুড়ি রাতে একটু-আধটু আফিম খেতো। বাতেব বেদনার জন্যেই ডাক্তার তাকে এ পরামর্শ দিয়েছিলো। সেই আফিমের কৌটোটাই সেদিন সে সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে যায়। ফলে পড়ি কি মরি করে সেই রাতেই আবার তাকে ক্রীক রোডে ফিরে আসতে হয়। অবশ্য সে সামনের দরজা দিয়ে না ঢুকে পেছনের দরজা দিয়েই ঢুকেছিলো। তখন রাত সাড়ে ন'টা হবে। এবং বাড়ি ঢুকে আফিমের কৌটোটা নিয়ে সে আবার সে পেছনের দরজা দিয়েই বেরিয়ে যায়। কাজকর্মের সুবিধের জন্যে ওই দরজার একটা চাবি সব সময় তার কাছেই থাকতো। জ্যানেট বলেছে যে যদিও তার কর্ত্রীর ঘরের দরজা তখন ভেজানো ছিলো, কিন্তু সে সময় যে আপনারা দু'জনে ভেতরে বসে কথাবার্তা বলছিলেন তা সে নিজের কানে শুনেছে। যদিও কি বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছিলো সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই, তবে যে দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা চলছিলো তাদের একজন যে তার কর্ত্রী মিসেস ফ্রেঞ্চ এ কথা সে হলফ করে বলতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কোনও পুরুষ। তার গলার স্বরটা সে পুরোপুরি চিনতে না পারলেও বুড়ির দৃঢ় বিশ্বাস তা আপনারই।'

'রাত তখন ক'টা বললেন? সাড়ে ন'টা দশটা? আপনি ঠিক বলছেন, মিঃ মেহর্ন!' উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়লেন মিঃ ভোল। 'তবে তো আমি বেঁচে যাব!...'

'তার মানে?' মিঃ মেহর্নের কণ্ঠে বিস্ময়ের আভাস ফুটে উঠলো।

সেদিন রাত সাড়ে ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত আমি আমার বাসাতেই ছিলাম। আমার স্ত্রীই তার প্রমাণ দেবে। ন'টা বাজবার মিনিট পাঁচেক আগেই আমি মিসেস ফ্রেঞ্চের কাছ থেকে বিদায় নিই। আর ন'টা কুড়ি

নাগাদ বাসায় ফিরি। আমার স্ত্রী আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো।...ভগবানকে ধন্যবাদ...আর ধন্যবাদ জ্যানেটের আফিমের কৌটোকে...'

মিঃ মেহর্ন কিন্তু এতে তেমন উৎসাহিত হলেন না। তাঁর মুখের ভাব আগের মতোই গম্ভীর। একবিন্দু আশার আলোরও চিহ্ন নেই সেখানে। 'তাহলে কাকে আপনার মিসেস ফ্রেঞ্চের হত্যাকারী বলে সন্দেহ হয়?'

'কেন? রাস্তায় কোনও খুনে বদমাইশ! আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে তাঁর ঘরের বাইরের দিকের জানালাটা খোলা ছিল। আর কোনও ভারী হাতুড়ির আঘাতে তাঁকে খুন করা হয়। সেই রক্তমাখা হাতুড়িটাও পুলিশ মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার করেছে। তাছাড়া তাঁর ঘরের অনেক মূল্যবান জিনিসপত্রও সেই সঙ্গে চুরি গেছে। এ সবই কোনও দাগী খুনে গুণ্ডার কাজ। কেবলমাত্র আমার ওপর বুড়ি জ্যানেটের অযথা সন্দেহ আর ঘৃণার জন্যেই পুলিশ এতদিন ঠিকপথে যেতে পারেনি!'

'একথা ধোপে টিকবে না, মিঃ ভোল! তাঁর বাড়ি থেকে সে সব জিনিস চুরি গেছে তার মূল্যও খুবই যৎসামান্য। চোর নেহাৎই অন্ধ না হলে এমনভাবে চুরি করবে না। তাছাড়া পরীক্ষা করে দেখা গেছে বাইরে থেকে জানলা টপকেও কেউ ঘরের মধ্যে ঢোকেনি। ওটা লোক-ঠকানো সাজানো ব্যাপার মাত্র। আর একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না—জ্যানেট তার কর্ত্রীর সঙ্গে গল্পরত অবস্থায় কোনও পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে। মিসেস ফ্রেঞ্চ নিশ্চয়ই একজন খুনে বদমাইশের সঙ্গে একা একা ঘরে বসে গল্প করবেন না। জুরিদেরও এ কথা বিশ্বাস করানো শক্ত।'

'না...তা অবশ্য নয়!' মিঃ ভোল যেন খানিকটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলেন। 'কিন্তু তা হলেও আমি ওই সময় আমার বাড়িতে ছিলাম এতে আর মিথ্যে হতে পারে না। আমার স্ত্রী রোমানিয়ার সঙ্গে দেখা করলেই আপনি সব জানতে পারবেন। সে-ই সাক্ষী দেবে এ বিষয়ে।'

'আমি ইতিপূর্বেই আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তিনি লণ্ডনে ছিলেন না। আজ সন্ধ্যায় তার ফেরবার কথা। তিনি ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।'

মিঃ ভোলের মুখচোখের চেহারা দেখে মনে হলো তিনি যেন এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন।

'রোমানিয়াই আপনাকে সব কিছু খুলে বলবে। ভাগ্য ভালো, এই নিদারুণ ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসবার একটা সূত্র তবু খুঁজে পাওয়া গেছে!'

'মাপ করবেন।...আপনার স্ত্রীকে আপনি খুব ভালবাসেন বলছিলেন না?' নীরস কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মেহর্ন।

'অবশ্যই..'

'এবং আপনার স্ত্রীও নিশ্চয়ই আপনাকে খুব ভালবাসেন?'

'রোমানিয়া!..... ওর কথা নতুন করে আর কি বলবো? আমার জন্যে হেন কাজ নেই যা ও না করতে পারে! এমন কি প্রাণ দিতেও হয়তো কোনও দ্বিধা করবে না!'

মিঃ মেহর্নের মুখচোখ আরো বেশি গম্ভীর হয়ে উঠলো। 'এমন স্ত্রীর সাক্ষ্যের মূল্য আদালত কি দেবে? আচ্ছা স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কি সে সময় আপনার স্ত্রীর কথার সমর্থন জানাতে পারবে?'

'না—রাত দিনের ঝি চাকর বলতে আমাদের কেউ নেই। একটা মেয়ে অবশ্য ঠিকে কাজ করে, তবে সে সন্ধ্যে নাগাদ চলে যায়।'

'পথে আসতেও কি চেনা পরিচিত কারো সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?'

'না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না।' বিমর্ষ মুখে মাথা নাড়লেন মিঃ ভোল।

'তবে ক্রীক রোড থেকে বাসে বাড়ি ফিরেছি। সেই কণ্ডাক্টার হয়তো আমার চেহারাটা মনে রাখলেও রাখতে পারে।'

মিঃ মেহর্ন সন্দেহজনকভাবে মাথা নাড়লেন। 'আচ্ছা আর একটা কথা। মিসেস ফ্রেঞ্চ কি জানতেন যে আপনি বিবাহিত?'

'হ্যাঁ—নিশ্চয়ই!'

'কিন্তু আপনি তো আপনার স্ত্রীকে কোনও দিন তাঁর কাছে নিয়ে যাননি!'

'না—তা অবশ্য যাইনি—'

'আপনি কি জানেন যে বুড়ি ঝি বলেছে তার কর্ত্রী আপনাকে অবিবাহিত যুবক বলেই বিশ্বাস করতেন। এবং আপনি নাকি মিসেস ফ্রেঞ্চকে বিয়ে করবেন, এমন কথাও বলেছিলেন!'

'অসম্ভব!' দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলেন মিঃ ভোল। 'তাঁর বয়স প্রায় আমার দ্বিগুণ। তাছাড়া আমি তাঁকে সব সময় আমার মায়ের মতই মনে কবতাম।'

বয়েসের ফারাকে তো বিয়ে আটকায় না! আইন মাফিক সবই আপনারা করতে পারতেন। আব মিসেস ফ্রেঞ্চকে আপনি কি চোখে দেখতেন সেটা এখন প্রমাণ করা প্রায় সাধ্যাতীত।—তাহলে আসল কথা থেকে যাচ্ছে এই যে, আপনি আপনার স্ত্রীকে মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে কোনওদিন পরিচয় করিযে দেন নি। সাধারণের চোখে ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ সন্দেহজনক মনে হওয়া বিচিত্র নয়!'

মিঃ ভোল একটু ইতস্তত করলেন। তারপর মন স্থির করে সোজা হযে বসলেন, 'দেখুন মিঃ মেহর্ন, আমাদের মধ্যে সব বিষয়টা পরিস্কারভাবে আলোচনা করে নেওয়াই ভাল। আপনি তো জানেন, ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রথম যখন আলাপ হয় তখন আমার আর্থিক অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয। মিসেস ফ্রেঞ্চের সঙ্গে কিছুদিন পরিচয় হবার পর আমার মনে হয়েছিলো, চাইলে হয়তো কিছু টাকা তাঁর কাছ থেকে ধাব হিসেবে পেতে পারি। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহের চোখে দেখতেন। কিন্তু আমি একটা জিনিস লক্ষ্য কবেছিলাম যে যুবতী মেয়েদের তিনি বেশি সহ্য করতে পাবতেন না। বিশেষ কবে মেয়েটি যদি সুন্দরী হয তবে তো আর কথাই নেই। এটা কি ধবনের মনস্তত্ত্ব তা আমি বলতে পারি না—তবে তাঁর মাথায কিঞ্চিৎ ছিট ছিলো একথা আগেই বলেছি। সেইজন্যে আমার স্ত্রীকে তিনি কেমনভাবে গ্রহণ করবেন এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম না। আমার স্ত্রীও বেশ রাগী আর একরোখা প্রকৃতির। পাছে সব জিনিসটা একেবাবে বানচাল হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় মিসেস ফ্রেঞ্চকে বলেছিলাম যে ইদানিং স্ত্রীর সঙ্গে আমাব আর তেমন বনিবনা নেই। দু'জনে আলাদা আলাদা থাকি। এই কথা শুনে তিনি যেন আমার প্রতি আরো বেশি সদয় হযে পড়েছিলেন। তখন আমার টাকার বড়ই প্রযোজন। মায়ের বযসী এক বৃদ্ধা মহিলাকে বিয়ে করবো, এমন উদ্ভট কল্পনা জ্যানেটেব মাথায় কে ঢুকিয়েছে জানি না—তবে তিনি আমায় পুত্র হিসেবে গ্রহণ করবেন এমন আভাস মিসেস ফ্রেঞ্চ একবার আমায় দিয়েছিলেন।'

মিঃ মেহর্ন তার ভারি শরীর নিয়ে চেয়াবের ওপর নড়েচড়ে বসলেন। 'তাহলে এই আপনার শেষ কথা? আর অন্য কোনও বক্তব্য নেই?'

'না...আর আমার কিছু বলবার নেই। সমস্ত ঘটনাই আপনাকে অকপটে খুলে বলেছি।'

ক্ষণেকের জন্য মিঃ মেহর্ন যেন তাঁরে মক্কেলের মুখে একটা কিছু ছায়াপাত লক্ষ্য করলেন! একটু যেন ইতস্তত ভাব! কিংবা হয়তো সবটাই তাঁর চোখের ভুল—না হয় মনের অনুমান।

মিঃ মেহর্ন উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে বিদায় অভিবাদন জানালেন মক্কেলকে। ভাবনায় চিন্তায় মিঃ ভোলের মুখটা যেন ঝুলে পড়েছে। দু'চোখে পুঞ্জীভূত গভীর হতাশা। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হাত বাড়িয়ে তিনি করমর্দন করলেন সলিসিটারের সঙ্গে।

'আমি আপনার নির্দোষিতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, মিঃ ভোল।' বোধহয় তাকে আশ্বাস দেবার জন্যেই তিনি এ কথা বললেন। 'যদিও বর্তমান আমাদের অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, তবু আপনি যে নিবপরাধ কথা সম্ভবত আমি আদালতে প্রমাণ করতে পারবো। অবশ্য বুড়ি জ্যানেটের ওপব এটা অনেকখানি নির্ভর করছে।'

একটু থেমে মনে মনে কি চিন্তা করে আবার প্রশ্ন কবলেন তিন, 'ওই বুড়িটা আপনাকে একদম সহ্য করতে পারে না।—তাই না?'

'বিশেষ সুনজরে যে দেখে না তার আমি বলতে পারি। তবে আমার ওপর এতখানি বিরূপ হবার তার কোনও কারণ নেই।'

সন্ধ্যে নাগাদ মিঃ মেহর্ন মিসেস ভোলের সন্ধানে বেরোলেন। প্যাডিংটনের কাছাকাছি তাদের বাসা। বড় রাস্তা ছেড়ে মিনিট খানেক ভেতরে ঢুকতে হয়। পুরনো আমলের ভাড়াটে ফ্ল্যাট বাড়ির এক পাশে দুটো ঘর নিয়ে তাদের ছোট্ট কোয়ার্টার। বার দুয়েক কলিং বেলের বোতাম টেপার পর ঠিকে ঝি এসে দরজা খুলে দিলো।

'মিসেস ভোল কি ফিরেছেন?'

'ঘন্টাখানেক হলো তিনি ফিরেছেন। তবে এখন কারো সঙ্গে দেখা করবেন কিনা বলতে পারি না।'

মিঃ মেহর্ন কোটের পকেট থেকে তাঁর নিজের নাম লেখা কার্ড বার করে মেয়েটির হাতে দিলেন। মেয়েটি সন্দেহজনক দৃষ্টিতে একবার নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর সেটা হাতে করে ভেতরে চলে গেল।

কিছু পরেই ফিরে এলো মেয়েটি। এবার তার কণ্ঠস্বরে রীতিমতো সম্ভ্রমের সুর। 'আপনি আসুন। মিসেস আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছেন।'

মিঃ মেহর্ন তার 'পেছনে পেছনে একটা ছোটখাটো ড্রয়িংরুমে এসে পৌছলেন। ঘরটার মধ্যে আসবাবপত্রের বিশেষ বাহুল্য নেই। ঘরের মাঝ বরাবর একটা পলকা কাঠের টেবিল। টেবিলের চারপাশে গোটা দু'-তিন বেতের চেয়াব। তারই একটাতে গা এলিয়ে বসে আছে এক লম্বা ছিপছিপে সুন্দরী মহিলা।

'আসুন মিঃ মেহর্ন, আপনিই তো আমার স্বামীর সলিসিটার, তাই না? তার কাছ থেকেই নিশ্চয়ই আসছেন?'

তার কথার টানে মেহর্ন বুঝতে পারলেন মেয়েটি বিদেশিনী। মুখের ছাঁদ, চুলের আদল সবই সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। চোখ দুটো খুব ঠাণ্ডা আর শান্ত। এত শান্ত যে মেহর্ন নিজেও খানিকটা অস্বস্তি বোধ করলেন। এখন তাঁর মনে হলো তিনি এমন কিছুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন যার সম্বন্ধে আগে থেকে বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন না।

'আপনি কিন্তু একেবারে আশা ছেড়ে দেবেন না মিসেস ভোল..' বলতে বলতে যেন মাঝপথেই থেমে গেলেন মেহর্ন। মিসেস ভোলের মুখে কোনও ভাবান্তর লক্ষ করা গেলো না। আগের মতোই কুযাশাভরা ঠাণ্ডা চোখ তুলে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। খানিকক্ষণ নীববতার পর ভাষা ফুটল তার মুখে।

'আপনি কি আমায় সবকিছু খুলে বলবেন?' ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলো বিদেশীনি। 'আমি সমস্ত জানতে চাই, তা সে আমার পক্ষে যত খারাপই হোক না কেন?'

একটু থেমে ইতস্তত করে ঠাণ্ডা ফিসফিসে গলায় আবার আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করলো, 'হ্যাঁ, তা সে আমার পক্ষে যত খারাপই হোক না কেন—'

মেয়েটার ভাবভঙ্গি মেহর্নের কাছে একটু যেন কেমন মনে হলো। তবু তিনি ধীবে ধীরে মিঃ ভোলের সঙ্গে তাব সাক্ষাতের পুরো বিবরণ খুলে বললেন। ধৈর্য্য ধবে সব শুনলো মেয়েটি। তাবপর রহস্যময় ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলো অল্প অল্প। 'তাই বলুন। তাহলে লিওনার্ড আমাকে দিয়ে বলাতে চায় যে ও সেদিন ন'টা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় বাসায় ফিরেছিলো?'

'এবং মিঃ ভোল সেদিন ওই সময়েই বাড়ি ফিরেছিলেন?—তাই নয় কি?' মেহর্নের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও সচেতন।

'সেটা আসল কথা নয়। আমি বলছি, আমাব এই কথায় কি ও মুক্তি পাবে? আদালত কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?'

মিঃ মেহর্ন খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। নিমেষের মধ্যে মূল সমস্যার কেন্দ্রস্থলে চলে এসেছেন মেয়েটি।

'আমি শুধু এই কথাটাই জানতে চাই!' রোমানিয়ার গলার সুরে আগ্রহ আর উত্তেজনার আভাস। 'আমাব কথা কি যথেষ্ট বলে গ্রাহ্য হবে? এমন কি কেউ আছে যে আমাকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসবে?'

'এখনো পর্যন্ত তেমন কাউকে পাওয়া যায়নি।' মেহর্নের কণ্ঠস্বরে ঘন বিষাদ।

'হুঁ!' আবার মৃদুমন্দ মাথা দোলাতে শুরু করলো রোমানিয়া। মিনিট খানেক বসে রইলো চুপচাপ। তারপর ধীরে ধীরে তার ঠোঁটের ফাঁকে এক ধরনের বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো!'

সলিসিটার মেহর্ন ক্রমশই মনে মনে আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠলেন। তিনি যেন এখন এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। 'মিসেস ভোল,...আমি আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থাটা ঠিকমতো অনুভব করতে পারছি।'

'আপনি পারছেন!...খুবই অবাক ব্যাপার...?'

'এইরকম পরিস্থিতিতে....'

'হ্যাঁ,...এইরকম পরিস্থিতিতে,' ধীরে ধীরে মেহর্নের চোখেব ওপর চোখ তুলে কথাটা শেষ করলো রোমানিয়া, 'আমি একলাই একহাত দেখে নিতে চাই!'

'দেখুন মিসেস ভোল, আমি বুঝতে পারছি এখন আপনাব মন স্থির নেই। আপনি মানসিক ভাবসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তাই কি বলতে কি বলছেন বুঝতে পারছেন না। তা না হলে যে স্বামীকে আপনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন...'

মেহর্নের কথার মাঝখানেই খিলখিল করে হেসে উঠলো বোমানিযা, তীব্র ঘৃণার উগ্র ঝাঁঝ ফুটে উঠলো তার কণ্ঠস্বরে। 'ওই মূর্খটাই বুঝি আপনার কাছে এসব গল্প কবছে! অবশ্য এমন একটা ধাবণা করা ওর পক্ষে খুব অন্যায় নয়।'

খানিকক্ষণ নীরবতার পর আবার তার সুললিত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো। 'মূর্খ. মহমূর্খ। পুকষমানুষ যে এতটা মূর্খ হতে পারে তা আমার জানা ছিলো না।'

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রোমানিয়া। 'জেনে বাখুন, আমি ওকে ঘৃণা করি! সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করি! ও ফাঁসিতে ঝুলুক এই আমি চাই!'

মিঃ মেহর্নের দৃষ্টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

'আমি আদালতে বলবো, লিওনার্ড ন'টা কুড়িতে ফেরেনি। ফিরেছে তাব একঘন্টা পরে, দশটা বেজে কুড়িতে। আরো বলবো যে বুড়ি ফ্রেঞ্চ তার সম্পত্তি ওর নামে উইল কবে বেখেছিলো একথা লিওনার্ড জানতো। সম্পত্তির লোভেই বুড়িকে খুন করেছে ও। ফিরে আসার পর আমার কাছে স্বীকারও করেছে সেকথা। ওর জামার আস্তিনে তখন রক্ত লেগে ছিলো। বাথরুমে গিয়ে সে জামা লিওনার্ড পুড়িযে ফেলে। আমি যদি এ ব্যাপারে কোনওরকম চেঁচামেচি করি তবে আর একটা খুন করতেও ওব বাধবে না এই বলে সেদিনে আমায় খুব শাসিয়েছিল। এ সমস্তই আমি আদালতে বলবো...আপনার কি মনে হয মিঃ মেহর্ন, যে এর পরেও আপনি ওকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন?'

তার জ্বলন্ত চোখ দু'টো যেন সোজাসুজি মেহর্নকে চ্যালেঞ্জ জানালো। তিনি বিরক্ত ও বিব্রত হযে উঠলেন, 'স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্যে হয়তো আদালতে আপনার ডাক না-ও পড়তে পারে। অন্তত সেই চেষ্টাই আমি করবো।'

'লিওনার্ড আমার স্বামী নয়!'

'তার মানে'?' 'রোমানিয়ার মুখের দিকে চমকে দিয়ে ফিরে তাকালেন তিনি। 'আপনারা স্বামী-স্ত্রী নন?...'

রোমানিয়ার ওষ্ঠাধারে এক দুর্জ্ঞেয় হাসির রেখা ফুটে উঠলো। 'না,...আমি ভিয়েনার এক পেশাদারী রঙ্গালয়ে অভিনয় করতাম। আমার নাম রোমানিয়া হীলজার। আমার স্বামী এখনো জীবিত—তবে পাগলা গারদে। তাই আমরা আইন মাফিক বিয়ে করতে পারিনি। এবং সেজন্যেও আমি বিশেষ আনন্দিত।'

কিছুক্ষণের জন্য মেহর্ন যেন কথা হারিয়ে ফেলেন। তারপর অনেক কষ্টে সংযত করলেন নিজেকে। তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও চিন্তান্বিত। 'আর একটিমত্র কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো। কি কারণে লিওনার্ডকে এতখানি ঘৃণা করেন আপনি?'

ঠোঁটের ফাঁকে ধারালো হাসির রেখা ফুটিয়ে তুললো রোমানিয়া। 'এর উত্তর জানবার আগ্রহ আপনার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু না, কোন কথাই আমি বলবো না। আমার গোপন কথা চিরকাল আমার হৃদয়ের নিভৃতেই বিরাজ করুক।'

মিঃ মেহর্ন উঠে দাঁড়ালেন। 'ঠিক আছে; এখন আর মিথ্যে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমার মক্কেলের সঙ্গে দেখা করে পরে আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। মিঃ ভোল যে বর্তামনে বিচারাধীন সেলে আছেন এ কথা নিশ্চয়ই জানেন?'

রোমানিয়া হীলজার মিঃ মেহর্নের একেবারে বুকের কাছাকাছি সরে এসে দাঁড়ালেন। সত্যি করে বলুন তো, এখানে আসবার আগে আপনি নিজেও কি লিওনার্ডকে নিরপরাধ বলে বিশ্বাস করতেন?'

'তা না করলে এ মামলা আমি হাতে নিতাম না।'

'আপনারা কী বোকা!....কী অসম্ভব রকমের বোকা!' রোমানিয়ার কণ্ঠে তীব্র ব্যাঙ্গের হাসি।

'এবং আমি মহামান্য আদালতেও তার নির্দোষিতার স্বপক্ষে প্রমাণ দাখিল করবো।'

অনেকটা চ্যালেঞ্জের সুরেই বাক্যটা সমাপ্ত করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ সলিসিটার।

ক্লান্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মিঃ মেহর্ন বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু যুবতী রোমানিয়ার জ্বলন্ত চোখের গভীর দুর্জ্ঞেয় দৃষ্টি যেন তাঁর পেছন পেছন তাড়া করে করে ফিরছে। কিছুতেই আর ভুলতে পারছে না তাকে।

ব্যাপারটা ক্রমশইই বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে! মনে মনে চিন্তা করলেন মেহর্ন। সমস্ত ঘনটাটাই কেমন যেন অদ্ভুত সর্পিল গতিতে অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে। আর ওই বিদেশিনী মেয়েটাই বা কী সাংঘাতিক! মেয়েদের হাতে ছুরি পড়লে তারা বুঝি এমনিভাবেই দুর্ধর্ষ দানবী হয়ে ওঠে! অথচ ছেলেটা কি সরল বিশ্বাসে তার হৃদয়ে অনাবিল প্রেমের ফল্গু এই মায়াবিনীর কাছেই উজাড় করে দিয়েছে!

এখন আর কি করা যেতে পারে! হতভাগ্য যুবকটির দাঁড়াবার মতো এতটুক শক্ত মাটিরও আর

মিঃ মেহর্নও তা জানেন। সম্ভব অসম্ভব সবকিছুই তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন! যদি ধরে নেওয়া যায় মিঃ ভোল সত্যি কথাই বলেছে, ন'টা বাজবার আগেই তিনি মিসেস ফ্রেঞ্চের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন—তাহলে সাড়ে ন'টা নাগাদ জ্যানেট তার কর্ত্রীর সঙ্গে যাকে কথা বলতে শুনেছেন সে কে? সস্তা গোয়েন্দা কাহিনীতে যেসব দূর সম্পর্কের শয়তান ভাইপো ভাগ্নেদেব কথা শোনা যায় এ ক্ষেত্রেও কি তেমন কারুর আবির্ভাব ঘটেছে? কিন্তু জ্যানেট মিসেস ফ্রেঞ্চের কোনও আত্মীয়-স্বজনের খবর দিতে পারেনি এবং সেও প্রায় দশ বছরের ওপর ওই মহিলার বাড়িতেই কাজ করছে।

এছাড়া অন্য সব অন্বেষণও ব্যর্থ হয়েছে। কেউই সেদিন লিওনার্ডকে মিসেস ফ্রেঞ্চের বাড়ি থেকে রাত ন'টার সময় বেরোতে দেখেনি। ন'টা কুড়িতে লিওনার্ড যে বাসায় ফিরে এসেছিলো এমন কোনও প্রত্যক্ষদর্শীরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। কোনও দিক থেকেই কোনও আলোর ইশারা আবিষ্কার করতে পারছেন না মিঃ মেহর্ন।

আদালতে মামলাটা ওঠবার আগের দিন বিকেলে মেহর্ন একটা চিঠি পেলেন। ছ'টার ডাকে চিঠিটা তাঁর কাছে হাজির হলো। আঁকা-বাঁকা অক্ষরে খামের ওপর তাঁর নাম আর ঠিকানা লেখা। খামটাও ময়লা আব পুরনো। টিকিটটাও সাঁটা হয়েছে বাঁকাচোরা ভাবে। সব মিলিয়ে কোনও অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেব কাজ বলে অনুমান করতে অসুবিধে হয় না।

বার দুয়েক মন দিয়ে তিনি চিঠিটা পড়লেন।

পত্রপ্রেরিকার হাতের লেখা অতি জঘন্য। বানান ভুলের অজস্র উদাহরণও ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র।

প্রিয় মহাশয়,

আপনি তো সেই আইনজ্ঞ ভদ্রলোক যিনি হতভাগ্য মিঃ ভোলেব পক্ষ হয়ে কাজ কবছেন। তার স্ত্রী যে পুলিশের কাছে সমস্ত মিথ্যে কথা বলছে যদি এব প্রমাণ চান তবে আজ সন্ধ্যায় ১৬ নম্বর এডেন স্ট্রীটে আমাব খোঁজ করবেন। তবে আসার সময় মিস মগসনের জন্যে দু'শো পাউণ্ড সঙ্গে আনতে ভুলবেন না। তা না হল বিফল হবেন।—ইতি

মিঃ মেহর্ন প্রথমে এটাকে একটা বাজে উড়ো চিঠি বলেই ধারণা করে নিলেন, কিন্তু ব্যাপাবটাকে এখানে ছেড়ে দিতে তাঁর মন ঠিক রাজী হলো না। এর মধ্যে হয়তো কিছু থাকলেও থাকতে পারে! তাছাড়া তাঁর মক্কেলকে বাঁচাতে হলে রোমানিয়ার সাক্ষ্যকে সর্বপ্রথম মিথ্যে বলে প্রমাণ করতে হবে। এই অজ্ঞতানামা পত্রপ্রেরিকা তাঁকে সেই ধরনের কোনও সূত্র দিতে পাববে বলে ইঙ্গিত করছে। রোমনিয়াকে যদি অসৎ চরিত্রের নষ্ট প্রকৃতির মেয়ে বলে আদালতে প্রমাণ করা যায় তবে তার সাক্ষ্যের মূল্যও অনেকটা হ্রাস পাবে।

মিঃ মেহর্ন মনস্থির করে ফেললেন। যে-কোনও উপায়ে মক্কেলকে বাঁচনোই তাঁর প্রধান কর্তব্য। তাছাড়া এই মামলাটার ওপর তাঁর বিশেষ এক ধরনের জেদ পড়ে গেছে। রোমানিয়া হীলজারের সেই ঔদ্ধত্যপূণ দৃষ্টিও তাঁর মানসপটে ভেসে উঠলো। পোশাক বদল করে তিনি বাইরে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

মিস মগসনের ডেরা খুঁজে পেতে তাঁকে একটু অসুবিধের মধ্যে পড়তে হলো। ভাঙাচোরা পুরনো আমলের বাড়ি। কাঠের পার্টিশন দিযে পায়রার খোপের মতো, তার মধ্যে অসংখ্য ফ্ল্যাটের সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশী বিদেশী কত রকমের লোকই যে গাদাগাদি করে সেখানে বাস করে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। এমনকি বাসিন্দারা পরস্পর পরস্পরকে চেনে কিনা সন্দেহ। অনেক কষ্টে এর মধ্যে থেকে মিস মগসনের হদিশ বার করলেন মেহর্ন। তিনতলায় সিঁড়ির পাশে খুপরির মতো একটা ছোট্ট ঘরে তার আস্তানা। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। তার মধ্যে কেউ আছে বলে কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মেহর্ন একটু ইতস্তত করে দরজায় অল্প টোকা দিলেন। কিছু পরে দোরটা একটু ফাঁক হলো। তার ভেতর থেকে জ্বলজ্বলে একজোড়া চোখ উঁকি মারছে। ফ্ল্যাটের বাসিন্দা বোধহয় বাইরের পরিস্থিতিটাকে ভালোভাবে যাচাই করে নিতে চাইছে আগে। তারপর সেদিক থেকে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে দরজা খুলে মেহর্নকে ভেতরে ঢুকতে দিলো।

'আপনি তাহলে সত্যিই শেষ পর্যন্ত এলেন!' শুকনো খসখসে গলায় মেহর্নের দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে মেয়েটা। 'দেখবেন, কোনওরকম চালাকি খেলছেন না তো? নিশ্চয়ই সঙ্গে করে আর কাউকে নিয়ে এসে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখেন নি? ওসব চালাকি কিন্তু আমি মোটেই বরদাস্ত করবো না, সে কথা আগে ভাগে জানিয়ে রাখছি!'

কিছুটা কৌতূহল নিয়েই মেহর্ন ছোট্ট অপরিচ্ছন্ন ঘরটার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলছে টিম টিম করে । তবে তার থেকে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই ছড়াচ্ছে বেশি! দেয়ালের ধার ঘেঁসে তক্তপোষের ওপর একটা ময়লা বিছানা পাতা। গোটা দুয়েক জরাজীর্ণ সুটকেস ঠেস দেওয়া আছে তার তলায়। মাঝ বরাবর একটা ভাঙা কাঠের টেবিল। তার দু'পাশে দুটো চেয়ার। চেয়ার দুটোর অবস্থাও টেবিলের মতই সঙ্গীন। বসতে গেলে প্রাণ হাতে করে বসতে হয়।

মিঃ মেহর্ন এবার এই ভাড়াটে ঘরের অধিকারিণীর দিকে দৃষ্টি দিলেন। তার অবস্থাও একই রকম জবাজীর্ণ। ঘরের আসবাবপত্রের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়ে গেছে তার চেহারা। বয়স খুব বেশি নয়। সম্ভবত চল্লিশের কিছু কমই হবে। তবে দেখলে অনেক বেশি বলে মনে হয়। রোগা ছিপছিপে গড়ন। পিঠটা ঈষৎ কুঁজো। নিশ্চয়ই কোনও দুরারোগ্য রোগে ভুগেছে। বয়সের অনুপাতে চুলেও বেশ পাক ধরেছে। আর সব থেকে বিসদৃশ্যভাবে একটা পুরনো ছেঁড়া মাফলার তার গালের ওপর দিয়ে মাথার সঙ্গে ফেট্টির মতো জড়ানো।

বৃদ্ধ সলিসিটারকে সেইদিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো। 'আমার এই মনোহর রূপরাশি কেন কাপড়ের আড়ালে চাপা দিয়ে রেখেছি সেই কথা ভেবে বোধ হয় আপনি খুব অবাক হয়ে গেছেন!'...হিঃ...হিঃ হিঃ...., পাছে আপনি আমাকে দেখে চুম্বন করবার জন্যে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন সেই ভয়ে! তবে আপনাকে আমি দেখাব,....নিশ্চয়ই দেখাবো!'

মেয়েটা হঠাৎ ছেঁড়া মাফলারটা টান মেরে খুলে ফেললো। তার সারা গালে পোড়া কালো কালো দাগ। সব মিলিয়ে একটা বিশ্রী বীভৎস দৃশ্য! মিঃ মেহর্নের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠলো।

'তাহলে মশাই আপনি আমাকে চুমু খেলেন না দেখছি! সত্যিই সংযমী পুরুষ বলতে হবে!' মাফলারটা আবার গালে জড়াতে জড়াতে ব্যাঙ্গাত্মক কণ্ঠে হেসে উঠলো মগসন। 'যদিও আমি এককালে বেশ সুন্দরীই ছিলাম এবং তাও খুব বেশি দিনের কথাও নয়।....হতচ্ছাড়া যৌন রোগই আজ আমার এই হাল করে ছেড়েছে! নইলে এখনও আমি দলের অন্য মেয়েদের সঙ্গে হেসে খেলে ঘুরে বেড়াতে পারতাম!'

মেহর্নের সামনে দাঁড়িয়ে করুণ অভিযোগের সুরেই যেন একনাগাড়ে বকে যচ্ছিলো মগসন। বৃদ্ধ সলিসিটারও এই অভাবিত পরিবেশের মধ্যে পড়ে রীতিমতো বিব্রতবোধ করতে লাগলেন। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে মগসন বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। উত্তেজনার ঝোঁকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের হাত মোচড়াচ্ছিলো জোরে জোরে।

'অনেক বাজে বকা হয়েছে! এবাব আসল কাজের কথায় আসা যাক।' গম্ভীর কণ্ঠে মিঃ মেহর্ন যেন সমগ্র পরিস্থিতিটাকে তার আয়ত্তের মধ্যে আনবার চেষ্টা করলেন। 'আপনার কাছে এমন কি মাল-মসলা আছে যার সাহায্যে রোমানিয়ার সাক্ষ্যকে মিথ্যে বলে প্রমাণ করা সম্ভব হবে। আমার মক্কেলকে বাঁচানোর জন্যে সেটা বিশেষ দরকার।'

মিস মগসন এবার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সলিসিটারকে দেখতে লাগলো। 'তাঁর আগে টাকার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা ভাল! দুশো পাউণ্ডের কথা নিশ্চয়ই আপনার স্মরণে আছে।'

'আদালতে সত্য সাক্ষ্য দেওয়া আপনার নাগরিক কর্তব্য। এই জন্যে আপনাকে ডাকা হতে পারে।'

'ওতে কোনও কাজ হবে না মশাই! আমি এত কচি খুকি নই যে আদালতের নাম শুনলে ভয়ে সিঁটিয়ে উঠবো। সোজা গিয়ে বলবো, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।....তবে যদি নগদ দু'শো পাউণ্ড পাই তাহলে এমন এক-আধটা মোক্ষম অস্ত্র আপনার হাতে তুলে দিতে পারি লক্ষ্যভেদ করতে যা অব্যর্থ।'

'কি ধরনের অস্ত্রের কথা আপনি বলছেন?'

'চিঠি!...চিঠিকে আপনি কিভাবে গ্রহণ করবেন? রোমানিয়ার নিজের হাতের লেখা চিঠি। আমি কোন্ সূত্রে এগুলো জোগাড় করেছি সে প্রশ্ন করবেন না। কারণ বর্তমানে এই আমার ব্যবসা। আমার জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় বলতে পারেন। তবে যা দেবো তাতে আপনার কাজ হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে নগদটার কথাও ভুলে গেলে চলবে না।'

'আমি বড়জোর দশ পাউণ্ড দিতে পারি, তার বেশি নয়। এবং সে চিঠি যদি আমার কাজে লাগবার মত হয় তবেই!'

'দশ পাউণ্ড!' ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে মগসন প্রায় চিৎকার করে উঠলো। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মেহর্নের দিকে তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। 'আপনি এবার কেটে পড়ুন তো মশাই! আমার অন্য অনেক কাজ আছে।'

'কুড়ি পাউণ্ড এই আমার শেষ কথা।'

মিঃ মেহর্ন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। যেন এবার বিদায় নেবার এমন একটা মুখের ভাব। তারপর আড়চোখে মেয়েটিকে দেখে নিয়ে পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করলেন। এক পাউণ্ডের করকরে কুড়িটা নোটও দেখলেন টিপে টিপে। 'দেখতেই পাচ্ছেন, এখনকাব মতো এই আমার সম্বল। যদি নিতে হয় নিন.....না হয় আমি চললুম।'

কিন্তু মেহর্ন ইতিমধ্যেই টের পেয়েছেন টাকা ক'টা দেখে মিস মগসনের চোখ দুটো কিরকম চকচকে করে উঠেছে।

হতাশভাবে মগসন আবার হাত মোচড়ালো। একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মেহর্নের দিকে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে একটা কাগজের ছোট প্যাকেট টেনে বার করলো বিছানার তলা থেকে।

'এই নিন!' প্রায় গর্জে উঠে মগসন সেটা টেবিলেব ওপর ছুঁড়ে দিলো। 'প্রথম চিঠিটা আপনাব দরকার লাগতে পারে।'

মেহর্ন ফির এসে আবার চেয়ারে বসলেন। ধীরে ধীরে তুলে নিলেন বাণ্ডিলটা। গোটা আষ্টেক চিঠি একটা ময়লা ফিতে দিয়ে বাঁধা। একে একে তিনি সেগুলো পরীক্ষা করলেন। দু'চোখে গভীর কৌতূহল নিয়ে মিস মগসন তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেহর্ন নির্বিকার।

সব চিঠিগুলো দেখা হয়ে গেলে তিনি প্রথম চিঠিটা আর একবার পড়লেন। তারপব সেগুলো আবার ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখলেন যত্ন কবে।

সব কটাই রগরগে প্রেমপত্র। রোমানিয়া হীলজারের লেখা। তবে যে পুরুষকে উদ্দেশ্য কবে লেখা সে লিওনার্ড নয়। অন্য কেউ। তার প্রথম চিঠিটার তারিখ যেদিন লিওনার্ডকে খুনের দায়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে সে দিনের।

'দেখুন! আমি আপনাকে যা বলেছি তা সত্যি কিনা?' গর্বিত খনখনে গলায় সিলিসিটারকে প্রশ্ন করলো মগসন। 'তবে জিনিসটা আপনি খুব জলের দরে পেয়ে গেলেন। মাঝখান থেকে আমিই শুধু পথে বসলাম।'

বাণ্ডিলটা পকেটে পুরতে পুরতে মেহর্ন একবার জরাজীর্ণ মেয়েটির দিকে ফিরে তাকালেন। 'এগুলো জোগাড় কবলেন কোত্থেকে?'

'এ প্রশ্নের জবাব পাবেন না সে তা আমি আগেই বলে দিয়েছি।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো মগসন। 'তবে....তবে আমি আরো কিছু জানি। ডাইনিটা বলেছে সেদিন দশটা বেজে কুড়িতে ও বাড়িতে ছিলো! লায়ন রোডের সিনেমা হলে একবার খোঁজ করে দেখবেন। ওই তারিখে ওই সময়ে ওর মতো চেহারার কোনো মেয়েকে তারা মনে করতে পারে কিনা?'

'চিঠির এই পুরুষপ্রবরটি কে? এখানে তো শুধু দু অক্ষরের একটা ডাক নামই দেওয়া আছে দেখছি।'

দেশলাইয়ের কাঠির মতই মগসন দপ করে জ্বলে উঠলো। সে ভাবটা সংযত করতেও কিছুটা সময় লাগলো তার। নিজের অজান্তেই বারকয়েক জোরে জোরে হাত মোচড়ালো। অবশেষে মুখ তুললো ধীরে ধীরে। তার কণ্ঠস্বর রুক্ষ কঠোর কর্কশ!

'ওই লোকটাই সে, যে আমার এই দশা করেছে! আজ প্রায় অনেক বছর হলো! শয়তানী রোমানিয়া আমার কাছ থেকে আমার পুরুষকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমি যখন ম্যাক্সের পেছন পেছন ছুটে গেলাম

ম্যাক্স তখন আমার মুখে থুতু ছিটিয়ে দিলো। তাই দেখে শয়তানীর কি হাসি। সেই জ্বালা আমি এতদিন বুকে পুষে রেখেছিলাম। আজ তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি। ছুঁড়িটা নিশ্চয়ই মিথ্যে বলার অপরাধে শাস্তি পাবে। তাই নয় কি?'

ব্যাগ্র ব্যাকুল দুই চোখের দৃষ্টি মেহর্নের মুখের ওপর মেলে ধরলো মগসন।

'আদালতে মিথ্যে বলার অপরাধে তার জেল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।'

'তাই চাই! আমি তাই চাই!...আপনি কি চলে যাচ্ছেন? কিন্তু আমার টাকা? আমার টাকা কোথায়?'

কথা না বলে মিঃ মেহর্ন ম্যানিবেগ খুলে টাকাটা বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে ধীর পদক্ষেপে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার আগে শেষবাবেব মতো পেছন ফিরে তাকিযে দেখলেন একবার। মিস মগসন তখন অন্য কোনোদিক না তাকিয়ে আলোর সামনে ঝুঁকে পড়ে টাকাগুলো গুনে চলেছে অধীর আগ্রহে।

মিঃ মেহর্ন আর সময় নষ্ট করলেন না। সেখান থেকে সোজা লায়ন রোডের সিনেমা হলে হাজির হলেন। দু'চারজন কর্মচারীকে ডেকে পকেট থেকে রোমানিয়ার ছবি বাব করে দেখালেন। একজন সেটা চিনতে পারলো। ঘটনার দিন রাত দশটার কিছু পরে ভদ্রমহিলা তাব সঙ্গীকে নিয়ে এই হলে এসে হাজির হন। এই কর্মচারীটিকে ডেকে চলতি শো সম্বন্ধে খোঁজখবর নেন। লোকটি অবশ্য মহিলার পুরুষ সঙ্গীটিকে তেমন লক্ষ করে দেখেনি। তারা দু'জনে টিকিট কেটে ভেতবে ঢোকে। তবে ছবি শেষ হবাব কিছু আগেই হল ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বৃদ্ধ সলিসিটারকে এবার বেশ খুশী খুশী দেখা গেলো। তার বুকের ওপব চেপে বসা জমাট পাথরটা যেন গলতে আরম্ভ করেছে। মিসেস রোমানিয়া পুলিশের কাছে আগাগোড়া সমস্তই মিথ্যে বলে গেছে। সব কিছুই তার স্বকল্পিত। তীব্র ঘৃণায় আগুনে পুড়ে পুড়েই মেয়েটা যে এমন সাপিনী হয়ে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মেহর্নের ভীষণভাবে জানতে ইচ্ছা হলো লিওনার্ডের উপর এতখানি ঘৃণার কি কারণ তার থাকতে পারে! তিনি রোমানিয়ার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের বিবরণ যখন মিঃ ভোলেব কাছে খুলে বলছিলেন তখন তো ভদ্রলোক প্রথমে তার কথা বিশ্বাসই করতে পারেন নি। কিন্তু প্রথম ধাক্কাটা সামলে নেবাব পর তিনি কেমন আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মেহর্নের মনে হয়েছিল ভদ্রলোক যেন কিছু অনুমান কবতে পেবেছেন, কিন্তু সে কথা তৃতীয় কারো কাছে ব্যক্ত করবার বাসনা তার নেই।

হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে নজর দিলেন মেহর্ন। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর এক মিনিটও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। একটা ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে বসলেন। স্যার চার্লসকে সমস্ত বিষয়টা আজকেই জানাতে হবে।

এমিলি ফ্রেঞ্চের হত্যার অপরাধে লিওনার্ড ভোলের বিচাব জনসাধারণের মধ্যে বেশ কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। একে তো আসামী যুবক সুদর্শন। দ্বিতীযত, অপরাধটাও অতি জঘন্য প্রকৃতির। তৃতীয়ত, প্রধান সাক্ষী মিসেস রোমানিয়া হীলজার জনমানসে যথেষ্ট বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার বিববণ এবং ছবি ছাপা হয়েছে। তাকে নিয়ে নানা ধরনের পরস্পর বিরোধী গল্পও ইতিমধ্যে চাউর হয়ে গেছে বাজাবে। তাই এই নাটক দেখবার জন্যে সাধাবণভাবেই আদালত-গৃহটি ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

আদালতে মিঃ ভোলের বিচারেব ব্যাপার মোটের ওপর সাদাসিধেভাবেই আরম্ভ হলো। আইন মাফিক নানাবিধ প্রাথমিক কাজকর্ম সমাধার পর ডাক্তারের রিপোর্ট, পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় নথিপত্রও পরীক্ষা করে দেখা হলো একে একে। তারপর সাক্ষীর কাঠগড়ায় জ্যানেট ম্যাকেঞ্জীর ডাক পড়লো।

জ্যানেট পুলিশের কাছে আগে যা বলেছে এখানেও ঠিক তার পুণরাবৃত্তি করলো। তবে আসামীপক্ষের কাউন্সেলেব জেরার চাপে পড়ে তাকে খানিকটা বেসামাল দেখা গেলো। তার বিবরণের মাঝে মধ্যে ভুল থাকা যে একেবারেই অস্বাভাবিক নয় একথাও দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে স্বীকার কবতে হলো তাকে। মেহর্ন বিশেষ

করে মিসেস ফ্রেঞ্চ যে রাতে খুন হয়েছিলেন সেই রাতের ঘটনার ওপর জোর দিলেন। জ্যানেট তার কর্ত্রীর ঘরে গল্পরত অবস্থায় কোন পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনেছে—কিন্তু তা যে মিঃ ভোলের এর কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। কেবলমাত্র সন্দেহের ওপর নির্ভর করেই জ্যানেট মিঃ ভোলের নাম করেছে। তাছাড়া জ্যানেট যে মিঃ ভোলকে খুব সুনজরে দেখতো না, এই যুবকটির প্রতি গোড়া থেকেই তার মন যে খানিকটা বিদ্বেষপরায়ণ ছিল একথাও তিনি আদালতের সামনে প্রমাণ করতে সমর্থ হলেন।

এরপর মিসেস হীলজারের ডাক পড়লো।

'আপনার নাম মিসেস রোমানিয়া হীলজার?'

'হ্যাঁ...'

'আপনি একজন অষ্ট্রিয়ান?'

'হ্যাঁ...'

'গত তিন বছর ধরে আপনি এই কয়েদীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করছিলেন?'

রোমানিয়া হীলজার একটু ইতস্তত করলেন। ক্ষণেকের জন্যে অদূরে কাঠেব খাঁচার মধ্যে নির্জীবভাবে বসে থাকা মিঃ ভোলের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো। একটা জ্বালাময়ী ব্যাঙ্গের মৃদু হাসি ফুটে উঠলো তার দু'ঠোঁটের ফাঁকে। তারপর দৃঢ়স্বরে প্রশ্নের জবাব দিলো।

'হ্যাঁ—'

প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতে লাগলো। একটু একটু কবে সেই ভয়াবহ ঘটনার বিবরণ দিলো বোমানিয়া। সেদিন সন্ধ্যেবেলা মিঃ ভোল একটা ভারি হাতুড়ি পকেটে পুরে বাসা ছেড়ে বেবিয়েছিলেন। ফিরে আসেন সওয়া দশটার কিছু পরে। তখন তার চোখেমুখে উদ্বেগ ও উত্তেজনার চিহ্ন রোমানিয়ার নজরে পড়ে। জামার হাতায, কলারে বক্তের দাগ লেগে। এব কারণ জিজ্ঞেস করাতে লিওনার্ড তাকে জানায় যে সে মিসেস ফ্রেঞ্চকে খুন কবে এসেছে। রোমানিয়া যেন এই ব্যাপাবে একদম চুপচাপ থাকে। নইলে যে একটা খুন কবেছে তার পক্ষে আর একটা খুন করতেও বিশেষ বাধবে না! এরপর লিওনার্ড তার রক্তের দাগ লাগা জামাটা বাথরুমে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

জ্যানেট ম্যাকেঞ্জীর সাক্ষোব সময় আদালতে সমবেত দর্শকবৃন্দের মনে বিচারাধীন কয়েদীর জন্যে একটা সহানুভূতির ভাব জেগে উঠতে আবম্ভ কবেছিলো কিন্তু সুন্দরী রোমানিয়ার বিববণের পব একেবারে তাব বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। হতাশ মুখে নত মস্তকে বসে রইলেন মিঃ ভোল। পৃথিবীব সমস্ত আলোই যেন তার চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সরকাবী পক্ষেব কাউন্সেলও আসামীর প্রতি বোমানিয়াব এতখানি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব যেন ঠিক পছন্দ করলেন না। রোমানিয়াব নিবপেক্ষ সাক্ষ্যই তাঁর কাছে অধিক কাম্য ছিলো।

মিঃ মেহর্ন এতক্ষণ চুপচাপ নিজেব চেয়ারে বসে একদৃষ্টে সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এবার তিনি ধীরে সুস্থে গা-ঝাড়া দিয়ে তাঁর ভারি শবীর নিয়ে উঠে দাঁড়লেন। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে চশমার কাচ দু'টোও ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিলেন একবার। তারপর মৃদু হেসে শুরু করলেন—

'আপনি ম্যাডাম, এতক্ষণ যা বলে গেলেন গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তার সবটাই মিথ্যে। তীব্র বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই আপনি এসব কথা মিথ্যে করে বানিয়ে বলেছেন। ঘটনার রাত্রে মিঃ ভোল সওয়া দশটার কিছু পরে বাসায় ফিরেছেন বললেন, কিন্তু সেদিন ওই সময় আপনি নিজেই বাসায় ছিলেন না। জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে তখন আপনি লাযন রোডেব সিনেমা হলে বসে ছবি দেখছিলেন। সেই ভদ্রলোককে আপনি ভালবাসেন। তাই মিঃ ভোলের হাত থেকে মুক্তি পাবার মানসেই ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটা খুনের অপবাধে জড়াতে চাইলেন।

রোমানিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে এসব কথার প্রতিবাদ করে উঠলেন। মিঃ মেহর্ন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা চিঠি বার কবলেন। তারপর বিচারকের অনুমতি নিয়েই তিনি সেটা সকলের সামনে পাঠ করতে লাগলেন। সমগ্র আদালতে একটা অস্থির থমথমে নীরবতা নেমে এলো। সকলের চোখের দৃষ্টি মিঃ মেহর্নের মুখের ওপর নিবদ্ধ।

সুপ্রিয় ম্যাক্স,

অবশেষে ভাগ্যই তাকে আমাদের হাতে ঠেলে দিয়েছে। একটা বুড়িকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করেছে। বেচারা লিওনার্ড, একটা মাছিকেও আঘাত করেছে কিনা সন্দেহ! তবে এই সুযোগ কিছুতেই আমাদের হাতছাড়া হতে দেবো না। এবার আমি প্রতিশোধ নেবো। ওর ওপর আমার অনেকদিনের ঘৃণা জমা হযে আছে। শযতানটাকে ফাঁসিতে না ঝোলাতে পারলে আমার শান্তি নেই। না হলে ওকে খুন করে কোনদিনই হয়তো আমাকেই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে! ও আমার যৌবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্খাকে চুরমার কবে দিয়েছে, এখন তব ফল পাবে। আমি আদালতে দাঁড়িয়ে বলবো, বুড়িটাকে যে ও খুন করেছে একথা ও-ই নিজমুখে আমার কাছে স্বীকার করেছে। ফাঁসিতে ঝোলাবার আগে আমার যে কি অপরিসীম আনন্দ হচ্ছে কি বলবো! আব তারপর—আমাদের সীমাহীন সুখ রাত্রির শুরু। তাই না? ম্যাক্স—প্রিয়তম।

হস্তাক্ষর বিশারদ আদালতে হাজির ছিলেন। চিঠিটা যে রোমানিয়ার নিজের হাতে লেখা একথা তারা শপথ করে বলতে প্রস্তুত। তবে তার প্রয়োজন হলো না। রোমানিয়া আপনা থেকে ভেঙে পড়লো। আদালতে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর দিকে একবার হতাশ চোখে তাকালো। তারপর মাথা নিচু করে একে একে সবই স্বীকার করলো। লিওনার্ড ভোল ন'টা বেজে কুড়িতেই সেদিন বাসায় ফিরে এসেছিলো। রোমানিয়া এযাবৎ যা বলেছে তা সবই তার বানানো। মিঃ ভোলের হাত থেকে মুক্তি পাবার মানসেই সে এসব গল্প ফেঁদেছে।

রোমানিয়া হীলজারের স্বীকারোক্তির পর সব মামলাটাই একেবারে ঝুলে পড়লো। সরকারী পক্ষের কাউন্সেল অবশ্য আরো খানিকটা চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। বিচারক স্যার চার্লসও আরো দু'চারজন সাক্ষীকে ডেকে পাঠাবার অনুমতি দিলেন। অবশেষে মিঃ ভোলের ডাক পড়লো। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে তার কাহিনী বর্ণনা করে গেলেন। হাজার জেরাতেও তাকে এতটুকু বিচলিত করা গেলো না।

এরপর স্যার চার্লস মূল ব্যাপারটা সংক্ষিপ্তভাবে জুরীদের কাছে খুলে বললেন। যদিও তিনি পুরোপুরি মিঃ ভোলের নির্দোষিতার অনুকূলে মত পোষণ করলেন না, তাহলেও জুরীদের ভেতর একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেলো। তারা সমগ্র ঘটনাটা ভালভাবে বিবেচনা করে মিঃ ভোলকে নির্দেশ বলে অভিমত প্রকাশ করলেন। আদালতের বিচারে নিঃসংশয় প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেলেন মিঃ ভোল।

মিঃ মেহর্ন তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি এখন তাঁর মক্কেলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত।

উত্তেজনাবশত চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাপড় দিয়ে মুছতে যাবেন, অকস্মাৎ কি মনে করে থেমে গেলেন। দিন দুয়েক আগে তাঁর স্ত্রী তাঁকে এ বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছেন—এটা তোমার একটা মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেলো দেখছি! চশমাটা একবার না মুছে তুমি যেন কোনো কাজই করতে পাবো না!

কথাটা মনে পড়তে মেহর্ন মৃদু হাসলেন। মুদ্রাদোষ একটা বিচিত্র ব্যাপার! অনেক সময় মানুষ নিজেই তার মুদ্রাদোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন নয়। এ বিষয়ে নানান রকম মনস্তাত্ত্বিক প্রবন্ধও লেখা হয়েছে।

এই মামলাটা বড়ই জটিল। বড় বিচিত্র! বিশেষ করে ওই অস্ট্রিয়ান মেয়েটা, রোমানিয়া হীলজার। প্যাডিংটনে যখন তাকে প্রথম দেখেন তখন এতটা বুঝতে পারেন নি। আজ যেন আদালতে দাঁড়িয়ে একটা ফুটন্ত ফুলের মতোই জ্বলজ্বল করছিলো। রোমানিয়া সত্যই রূপসী। এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। চিঠিটা প্রকাশ হয়ে যাবার পর বিব্রতা নতমুখী রোমানিয়ার মুখের ছবিটা মনে পড়লো মেহর্নের। চোখ বুঁজলেই তিনি যেন স্পষ্ট সব দেখতে পাবেন। রুদ্ধ হতাশায় মাথা হেঁট করে নিজেই নিজের হাত মোচড়াচ্ছে রোমানিয়া এটা যে একটা মুদ্রদোষ সে সম্বন্ধে যেন কোনও খেয়াল নেই ওর।

সত্যিই মুদ্রাদোষ বড় বিচিত্র ব্যাপার! মিঃ মেহর্নের হঠাৎ মনে পড়লো উত্তেজনার মুহূর্তে ওই রকমভাবে হাত মোচড়াতে তিনি যেন আর কাউকে দেখেছেন। বেশি দিনের কথা নয়। খুবই সাম্প্রতিককালেব ঘটনা। কিন্তু ঠিক মনে আনতে পারছেন না। কে?... কে.. , অস্থিরভাবে নিজের কপালে টোকা দিলেন তিনি। অকস্মাৎ

দাঁড়িয়ে পড়লেন বোবা হয়ে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসও বুঝি বন্ধ হবার উপক্রম!.... সেই মেয়েটা!.... এডেন স্ট্রীটের সেই মেয়েটা...মিস মগসন...!

মিঃ মেহর্নের সারা অঙ্গ পাথর হয়ে গেলো।—অসম্ভব! এ হতেই পারে না।...কিন্তু রোমানিয়া হীলজার, সে তো তার গত জীবনে একজন পেশাদার অভিনেত্রীই ছিলো!

পেছন থেকে সরকারি পক্ষের সলিসিটার এসে মেহর্ন-এর পিঠ চাপড়ালেন!

'সাবাস! আপনি যা করেছেন তা অবিশ্বাস্য! লোকটার বাঁচার কোনো আশাই ছিলো না। চলুন, মিঃ ভোলের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।'

কিন্তু মেহর্নের তখন অন্য দিকে হুঁশ নেই। কোনওরকমে ঘাড় নেড়ে ভদ্রলোকের পাশ কাটালেন। তিনি এখন একবার রোমানিয়াকে দেখতে চান। একবার দাঁড়াতে চান রোমানিয়ার মুখোমুখী!

দু'তিন দিনের মধ্যে সেটা সম্ভব হলো না। অবশেষে একদিন তাব সাক্ষাৎ পেলেন। সেই ড্রয়িংরুমের মধ্যেই একটা বেতের সোফায় গা এলিয়ে একা একা বসেছিলো বোমানিয়া। বাসায় আর কেউ ছিলো না।

'তাহলে আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন দেখছি!'

মেহর্নের প্রশ্নের উত্তরে শান্তস্বরে জবাব দিলেন বোমানিয়া।

'মগসনের মুখের কথা বলছেন?... ওটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। অল্প মেকআপেই সম্ভব। তাছাড়া ঘরের আলোটার কথাও স্মরণ করুন। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার পক্ষে সেটা মোটেই যথেষ্ট ছিলো না।

'কিন্তু কেন?... কেন...?'

'কেন আমি একলা এক হাত দেখে নিলাম!' মৃদু হাসলেন রোমানিয়া। গতবারের এই উক্তিটা বোধহয় তার মনে পড়লো। 'আপনি বলুন, এছাড়া আমার আর কী-ই বা পথ ছিলো! যে-কোনো উপায়েই হোক আমায় ওকে বাঁচাতে হবে। আর সতীস্বাধ্বী স্ত্রীর কথা কি আদালত বিশ্বাস করতো। প্রথম যৌবনে বেশ কিছুদিন আমি বিভিন্ন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে বেড়িয়েছি। জনসাধারণের মনের গতি প্রকৃতি আমার ভালোভাবেই জানা। তার ওপর নির্ভর করেই মোটামুটি সব ব্যাপারটা সাজাতে চেষ্টা করেছি।'

'আর সেই চিঠির বাণ্ডিল?'

'ওটা যে সম্পূর্ণ সাজানো ব্যাপার তাও কি এখনো বলে দিতে হবে?'

'ম্যাক্স বলে তাহলে কেউ নেই?'

'আমার জগতে অন্তত নেই... এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত।'

'তবুও আমার দৃঢ় বিশ্বাস,' আমতা আমতা করতে লাগলেন মিঃ মেহর্ন, 'সহজ পথেই আমরা তাকে মুক্ত করতে পারতাম!'

'সে ঝুঁকি নেবার সাহস আমার ছিলো না। আপনি তাকে নিরপরাধ বলেই বিশ্বাস করেছিলেন.....'

'আর আপনি?... আপনি কি...'

'আর সেদিন দেখা মাত্রই ওকে অপরাধী বলে বুঝতে পেরেছিলাম। তবু... তবু... আমি যে ওকেই ভালবাসি, মিঃ মেহর্ন!'

❑ **উইটনেস ফর দ্য প্রসিকিউশন** **অনুবাদ ঃ অসিত মৈত্র**